SEM VI (GEN)

DSE PAPER - IB

Some Aspects of European History (1789-1939)

8. মিউনিখ চুক্তি (Munich Pact):—

Ans:— মিউনিখ চুক্তি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর জার্মানীর মিউনিখ শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হয়। এটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ার, জার্মান একনায়ক হিটলার এবং ইতালীর সর্বময় নেতা মুসোলিনীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তিরিশের দশকের শেষদিকে জার্মান একনায়ক হিটলার দঃ পূঃ ইউরোপে বিস্তারনীতি অনুসরণ করেন। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে অস্ট্রিয়া গ্রাস করার পর হিটলার পার্শ্ববর্তী চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্মান ভাষাভাষী সুদেতান অঞ্চল দাবী করেন। হিটলারের এই আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জার্মানীর মিউনিখ শহরে এক সম্মেলন আহ্বান করলেন (২৯-৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)। ১৯৩৮ সালের মে মাস নাগাদ থেকেই হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পরিকল্পনা শুরু করেন। চেকোশ্লোভাকিয়া এই ব্যাপারে তাদের মিত্র ফ্রান্সের কাছ থেকে সাহায্য আশা করছিল। রাশিয়ার সাথেও চেকোশ্লোভাকিয়ার এক সন্ধি হয়েছিল এবং জার্মান ও চেকোশ্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। যদিও এই সমস্যায় সম্পূর্ণভাবে রাশিয়াকে উপেক্ষিত করা হয়েছিল। হিটলার লাগাতার তাঁর নানা বক্তৃতায় চেকোশ্লোভাকিয়া নিবাসী জার্মানদের যুদ্ধের জন্য একত্রিত হতে বলেন। ফ্রান্স ও ব্রিটেন কেউই চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্যদানের জন্য প্রস্তুত ছিল না, উপরন্তু তারা যেকোন উপায়ে জার্মানীর সাথে সংঘাত এড়াতে চাইছিল। ১৯৩৮ এর এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের বিদেশ দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ১৯২৪ সালের ফ্রান্স-চেকোশ্লোভাকিয়া চুক্তির ব্যাখ্যা

অনুসারে ফ্রান্স চেকোস্লোভাকিয়াকে রক্ষার জন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য নয়। এর আগে গ্রেট ব্রিটেন ও চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপারে একরূপ প্রতিশ্রুতি পেশ করেছিল। ১৯৩৮ সালের ২৮-২৯ এপ্রিল ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ার ব্রিটেন প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের সাথে সাক্ষাত করে কিভাবে হিটলারকে প্রতিহত করা যায় তার আলোচনায় বসেন। উভয়েই একমতে সহমত হন যে চেকোস্লোভাকিয়াকে জার্মানীকে তার সীমানার কিছু অংশ ছেড়ে দিতে বলা হবে, অর্থাৎ চেকোস্লোভাকিয়ায় জার্মান অধ্যুষিত সুদেতান অঞ্চল হিটলারকে দেওয়া হলে তবেই শান্তি স্থাপন সম্ভবপর। ১৯৩৮ এর সেপ্টেম্বর এর মাঝামাঝি চেম্বারলিন হিটলারের সাথে এই বিষয়ে আলোচনায় বসেন। হিটলার তাকে আশ্বস্ত করেন যে পরবর্তী আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনরূপ সেনাভিযান চালাবেন না। এর পর এক বৈঠকে আলোচনায় স্থির হয় যে, চেকোস্লোভাকিয়ার যেসব অঞ্চলে ৫০% বেশি সুদেতান জার্মান অধিবাসী আছে সেই অঞ্চলগুলি জার্মানীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। চেকোস্লোভাকিয়া সরকার প্রথমে এই শর্তে রাজি না হলেও ২১শে সেপ্টেম্বর মেনে নিতে বাধ্য হয়। হিটলার আরও দাবি করে বসেন যে, সুদেতানের যে অঞ্চলে জার্মান সেনার দখল রয়েছে সেখান থেকেও চেকোস্লোভাকিয়ার অধিবাসীদের সরিয়ে জার্মানীকে প্রদান করা হোক। এই প্রস্তাবে চেকোস্লোভাকিয়া রাজী না হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চায়, কিন্তু তার পক্ষে একা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় যুদ্ধ এড়াবার জন্য চেম্বারলিন হিটলার চার-শক্তির মধ্যে এক সম্মেলন আহ্বান করেন, যা মিউনিখ সম্মেলন নামে পরিচিত। এই সম্মেলনে মুসোলিনী এক খসড়া তৈরী করেন, যাতে বলা হয় যে,

① ১৯৩৮ সালের ১লা থেকে ১০ই অক্টোবরের মধ্যে সুদেতান অঞ্চল থেকে চেক সরকার অধিকার ত্যাগ করবেন। ② এই সময়ের মধ্যে জার্মান বাহিনী কর্তৃক সুদেতান অঞ্চল দখল সম্পন্ন হবে। ③ চার সপ্তাহের মধ্যে চেক সরকার সুদেতান জার্মানদের সামরিক বাহিনী থেকে মুক্ত করবেন।

দেশে ফিরলে ড্যালাদিয়ার এবং চেম্বারলিন উভয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে জনসাধারণ কর্তৃক প্রশংসিত হন। কিন্তু মিউনিখ চুক্তির ব্যর্থতা শীঘ্রই অবধারিত। হিটলার এই চুক্তিতে সন্তুষ্ট না হয়ে ছয় মাসের মধ্যেই চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করেন এবং গ্রাস করেন। এই অবস্থায় সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে রাশিয়া ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সাথে এক ত্রিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু, ব্রিটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার সাথে অনুরূপ সামরিক চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী হলেন না। এই অবস্থায় স্ট্যালিন বুঝলেন যে স্বল্প সময় জার্মানীর সাথেই বোঝাপড়া করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ হয়ে রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ১৯৩৯ এর আগষ্ট মাসে জার্মানীর সাথে এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করল। সুতরাং মিউনিখ চুক্তির ব্যর্থতা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রের তোষণ নীতির দুর্বলতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রমাণ করেছিল।

—o—